সমকাল

তারিখ 13 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

স্কুল ভবন ধসে পড়ার শঙ্কা

■ আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি

বরগুনার তালতলী উপজেলার আলীর বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি মাছের ঘেরের ভাঙনের ফলে বিলীনের আশঙ্কা করা হচ্ছে। যে কোনো সময় বিদ্যালয়ের ভবন ধসে পড়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। মূল সড়ক থেকে বিদ্যালয়ে প্রবেশের সড়কটিও ঘেরের পানিতে এ বছর বর্ষা মৌসুমে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়।

সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, আলীর বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে ১০১ শতাংশ জমি রয়েছে। ২৯ শতাংশ জমিতে বিদ্যালয় ভবন রয়েছে। বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশের ৭৮ শতাংশ জমি জোর করে দখল করে স্থানীয় প্রভাবশালী জহিরুল হক খান একটি ঘের তৈরি করেন। বিদ্যালয়ের জমি দখলে নিয়ে মাছের ঘের করায় এ নিয়ে আদালতে একটি মামলাও চলছে। আদালত এ জমির ওপর অস্থায়ী স্থিতাবস্থা জারি করলেও জহিরুল হক তা মানছেন না বলে অভিযোগ করছেন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। মাছের ঘেরটি গভীর হওয়ায় প্রতি বছর বর্ষা ও শুকনো মৌসুমে এর পূর্ব ও উত্তর দিকের অংশ ঢেউয়ের তোড়ে ভেঙে যাচ্ছে। চলতি বর্ষা মৌসুমে বিদ্যালয় ভবনের পশ্চিম পাশের মাটি ঘেরের ঢেউয়ের আঘাতে সরে যাওয়ায় এখন যে কোনো সময় বিদ্যালয় ভবনটি ধসে পড়তে পারে। ঘেরের ভাঙনের কারণে পিলারের গোড়ার মাটি সরে যাওয়ায় ভবনের পশ্চিম পাশের কক্ষের দেয়াল এবং বিমে ফাটল দেখা দিয়েছে। যে কোনো সময় ভবনটির ওই কক্ষটি ঘেরের পানিতে ধসে পড়ার আশঙ্কা করছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া মূল সড়ক থেকে স্কুলে প্রবেশের উত্তর দিকের সড়কটি সম্পূর্ণ ঘেরের পানিতে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে ঘেরের ভাঙনের কারণে আমতলী-তালতলী সড়কটিও রয়েছে ঝুঁকিতে। এ বিষয় স্থানীয় ব্যবসায়ী হাফছা বেগম জানান, ঘেরের ভাঙনে বিদ্যালয়ে

তালতলীতে মাছের ঘেরে ভাঙন

প্রবেশের সড়কটি বিলীন হয়ে গেছে। তাছাড়া তালতলী-আমতলী সড়কও ভাঙতে শুরু করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন জানান, আলীর বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে তিনটি দলিলে ১৩০ শতাংশ জমি রয়েছে। এই জমির মধ্যে ২৯ শতাংশ জমিতে বিদ্যালয় ভবন রয়েছে। বাকি ১০১ শতাংশ জমি স্থানীয় প্রভাবশালী জহিরুল হক খান প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক জমি দখল করে এর মধ্যে ৭৮ শতাংশ জায়গায় ঘের তৈরি করেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আলতাফ হোসেন মোবারক জানান, বিদ্যালয়ের নামে ১৩০ শতাংশ জমি রয়েছে। ওই জমির মধ্যে মাত্র ২৯ শতাংশ জমি দখলে আছে। বাকি ১০১ শতাংশ জমি জহিরুল হক খান দখল করে ৭৮ শতাংশ জমিতে ঘের তৈরি করেছেন। আর সেই ঘেরের ঢেউয়ের আঘাতে ভাঙনের ফলে যে কোনো সময় বিদ্যালয় ভবনটি ধসে পড়তে পারে। এ বিষয়ে ঘের মালিককে বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।

ঘের মালিক জহিরুল ইসলাম ভাঙনের কথা স্বীকার করে বলেন, ভাঙন ঠেকাতে একবার মাটি দিয়েছি। প্রয়োজনে শুকনো মৌসুমে আবারও মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হবে। ঘেরের জমির মালিকানা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, রেকর্ড সূত্রে জমির মালিক তিনি। এ নিয়ে আদালতে মামলার কথাও তিনি স্বীকার করেন।

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মো. হাফিজুল হক সিকদার বলেন, কাগজপত্র ছাড়াই অন্যায়ভাবে বিদ্যালয়ের ১০১ শতাংশ জমি দখল করে তার মধ্যে ৭৮ শতাংশ জমিতে ঘের করেছেন জহিরুল হক খান। এ বিষয়ে বরগুনার দ্বিতীয় সাব জজ আদালতে মামলা রয়েছে। বিচারক জমির ওপর স্থিতাবস্থা জারি করলেও জহুরুল হক তা না মেনে এখনও স্কুলের জমিতে মাছ চাষ করছেন।

তালতলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মহা. মনিরুল ইসলাম জানান, তিনি বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছেন। ঘেরের কারণে বিদ্যালয়ের ভবনটি যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে। তবে জমি নিয়ে আদালতে মামলা রয়েছে। আদালত অস্থায়ী স্থিতাবস্থা জারি করেছেন। স্থায়ী স্থিতাবস্থা জারির জন্য পরে আদালতে আবেদন করা হবে। আদালতের আদেশ পেলে ঘের উচ্ছেদ করা হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর